দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা

২৬ নভেম্বর আরএসপি দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে দিল্লি চলো অভিযানের আয়োজন করেছে। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ৫০ জন নেতা-কর্মী বুধবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

জলপাইগুড়িতে সংশোধনে বাদ পড়ল দেড় হাজার ভোটারের নাম

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় সচিত্র ভোটার তালিকা থেকে দেড় হাজার মৃত ভোটারের নাম কাটা গেল। ১-৩০ নভেম্বর জেলায় ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন, নাম কাটা, নাম তালিকায় স্থানান্তর করা, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে নতুন ভোটারের নাম সংযুক্তিকরণের কাজ চলবে বলে জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসার ডাঃ বনমালী রায় জানান, সমাজকল্যাণ দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, সমব্যথী প্রকল্পের তথ্যের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির তথ্য যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম কাটা গেলেও মৃত্যুর কারণ কোভিড নাকি অন্যকিছু, তার কোনও উল্লেখ থাকছে না।

এদিকে অতিরিক্ত জেলা শাসক অশ্বিনী রায় বলেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দলকে তাদের যা যা আপত্তি, প্রস্তাব আছে সেগুলি ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে আবেদন করা হয়েছে।

> বিএলওদের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় ৮০ বছর ঊর্ধ্ব এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।
>
> – অশ্বিনী রায়
> *অতিরিক্ত জেলা শাসক*

বিএলওদের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় ৮০ বছর ঊর্ধ্ব এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।' ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে অনেক প্রত্যন্ত এলাকা, বন্ধ, রুগ্ন এমনকি চালু চা বাগান, গ্রামাঞ্চলে নাটক, গান, মাইকিং করে প্রচার করা হচ্ছে।

জেলা কংগ্রেস সহ সভাপতি সুভাষ বকসি ও জেলা বিজেপি সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী জানান, জনসংযোগ বাড়াতে তাঁরা নতুন ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন। তৃণমূলও একই রাস্তায় হাঁটছে। জেলা তৃণমূল নেতা ভাস্কর সরকার বলেন, 'আসন্ন পুরভোটে এই নতুন ভোটারদের কাছে যাওয়া আমাদের আপাতত লক্ষ্য।'

জেলা নির্বাচন দপ্তর প্রাথমিকভাবে ৭০ হাজার ভোটারের লক্ষ্যমাত্রা রেখে কাজ শুরু করেছে। যার মধ্যে ৪০ হাজার বিভিন্ন ধরনের আবেদন জমা পড়েছে। এই ৪০ হাজারের মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা দেড় হাজার। নতুন ১৮ ঊর্ধ্ব ভোটারের আপাতত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে জানুয়ারি পর্যন্ত জেলায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ২৮ হাজার এবং মহিলা ভোটার ছিল ৯ লক্ষ ৪ হাজার। মোট ১৮ ঊর্ধ্ব নতুন ভোটার ছিল ৪২ হাজার।

আরও বড় অশান্তির ভয় পোড়াঝাড়ে

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : জমি দখলকে ঘিরে একের পর এক বিবাদে ক্রমশ আতঙ্ক বাড়ছে পোড়াঝাড়ে। সরকারি জমি দখল নিয়ে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও বড় ধরনের অশান্তি পাকাতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। জমি দখল শুধু নয়, এখানে গড়ে উঠতে চলা আবাসন প্রকল্পে সাপ্লাইয়ের কাজ কে পাবে, তা নিয়েও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছে। যা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সাগর মোহন্ত ইতিমধ্যে একটি রিপোর্ট দলের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে দিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে পোড়াঝাড় এলাকায় যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীদের একটি অংশ প্রশাসনকে পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমল রায়, রঞ্জন মণ্ডল, মালতী সরকাররা বলেন, জমি বিবাদ নিয়ে একজনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। শুনেছি ওই তৃণমূল নেতার পোড়াঝাড়ে জমি ছিল। তাছাড়া কিছু জমির দালাল নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষে জড়িয়েছে। মাঝেমধ্যে এদের বিবাদ চলতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি (পূর্ব) শুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'কাওয়াখালি জমি আন্দোলনের বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। তবে পোড়াঝাড় নিয়ে কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।'

এদিকে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পোড়াঝাড়ে সরকারি জমি দখল করে কিছু মানুষ রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠছে। টাকার ভাগ চলে যাচ্ছে শাসকদলের উপরতলার নেতাদের কাছেও। সেইসঙ্গে এলাকার একটি আবাসন প্রকল্পে কাজ পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিবাদ। ইতিমধ্যে কাজ পাওয়া নিয়ে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সেখানে একদিকে ১০০ জনের একটি কমিটি রয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ল্যান্ড লুজার ওয়েলফেয়ার কমিটি'। ঠিক তার উলটোদিকের গোষ্ঠীতে চার-পাঁচজন স্থানীয় নেতা রয়েছে। ওই মুষ্টিমেয় কয়েকজন আগে সব কাজ করত। এবিষয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি সাগর মোহন্ত বলেন, 'তিস্তা প্রকল্পের সরকারি জায়গা দখল আসলে দীর্ঘদিনের রোগ। আবাসন প্রকল্পে কাজ কে পাবে তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর গণ্ডগোল চলছে। দুটিই তৃণমূলের। আবাসন প্রকল্পে কাজ পাওয়ার গণ্ডগোলকে আড়াল করতে জমি দখলের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। জেলা নেতৃত্বকে মুখবন্ধ খামে গোটা রিপোর্ট দিয়েছি। যারা অনৈতিক কাজে যুক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।'

কিছুদিন আগে পোড়াঝাড়ের ৯৫ ও ৯৬ বুথের শাসকদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, সেখানে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে একটি দলে রয়েছে এলাকার বর্তমান ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। অপর গোষ্ঠী চালাচ্ছে পঞ্চায়েত সদস্যের বিরোধী গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতারা। আর তাদের অঙ্গুলিহেলনে দখল হয়ে যাচ্ছে তিস্তা প্রকল্পের অধিগৃহীত জমি। আবার এরাই আবাসন প্রকল্পে কাজ পাওয়ার বিষয়ে সামনের সারিতে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জমি দখল নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন করা হলে কোনও উত্তর মেলে না। জমি কারবার যারা করছে সকলে শাসকদলের লোক। জমি বিক্রির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মাঝেমধ্যে ঝামেলা হচ্ছে। এই জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার।' পোড়াঝাড়ের ৯৫ নম্বর বুথের তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব সরকার আগেই অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন সরকার জমি দখলের ক্ষেত্রে মদত দিচ্ছেন। এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি পঞ্চায়েত সদস্যের মদতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।' যদিও নিরঞ্জন সরকারের সাফাই, 'এলাকায় জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে। আমরাই জমি মাফিয়াদের আটকানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।'

শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে দখল হয়ে যাওয়া জমি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উদ্বেগ

- সরকারি জমি দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পোড়াঝাড়ে
- এখানে গড়ে উঠতে চলা আবাসন প্রকল্পে সাপ্লাইয়ের কাজ কে পাবে, তা নিয়েও দলে দ্বন্দ্ব
- সম্প্রতি এখানে ৯৫ ও ৯৬ বুথের শাসকদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়

চাষে ব্যস্ত, দ্বিতীয় ডোজে অনীহা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : একদিকে ফসল ঘরে তোলা। অন্যদিকে, আলুর চাষের জন্য জমি তৈরি। ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে কৃষক পরিবারগুলিতে। আর সেই কারণেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে টিকা নেওয়ার সময় নেই তাঁদের। এর ফলে গ্রামের একটা বড় অংশের মানুষ এখন ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারেননি। বিষয়টি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যাঁরা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ এখনও নেননি তাঁদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে সেখানে একদিনে একাধিক জায়গায় টিকার শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই শিবিরে আনার জন্য তাঁদের বাড়িতে আশাকর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওএসডি চিকিৎসক সুশান্ত রায় বলেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজকর্ম রয়েছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া জরুরি। কারণ কাজকর্ম করতে হলে আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে করোনা দেশ ছেড়ে যায়নি। যে কারণে ভ্যাকসিনকে কোনও অবস্থাতেই অবহেলা করা যাবে না। আমরাও দেখেছি অনেকেই দ্বিতীয় ডোজ নিতে আসেননি। তাঁদের তালিকা তৈরি করে বাড়িতে বাড়িতে আশাকর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছিল, জেলার ভ্যাকসিনকেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকে লম্বা লাইন। অনেকে আবার ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য রাত জেগে লাইন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছবি এখন আর তেমন দেখা যায় না। গ্রামের দিকের ভ্যাকসিনকেন্দ্রগুলি এখন কার্যত ফাঁকা। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের খাতায় দ্বিতীয় ডোজের নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভ্যাকসিন নেননি এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

কেন এতজন লোক এখনও দ্বিতীয় ডোজ নিতে আসেননি? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, এঁদের একটা বড় অংশই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। এই সময় গ্রামে ধান কাটার মরশুম চলছে। একদিকে ফসল ঘরে তোলার ব্যস্ততা রয়েছে। অন্যদিকে, ধান কেটে ঘরে তোলার পর তা ঝাড়াই করতে এখন ব্যস্ত আরও প্রচুর মানুষ। জমি থেকে ধান তুলে নেওয়ার পর অনেকেই ফাঁকা জমিতে শীতের মরশুমে আলু ও সবজি চাষ করেন। গ্রামের কৃষকদের একটা বড় অংশ আবার সেই চাষে ব্যস্ত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেটে ঘরে তুলে সেই জমিতে আলু ও সবজির বীজ রোপণ না করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের কাছে এখন টিকা নেওয়া গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সদর ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকা ঘুরে ১০ জনকে টিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই জানা গেল, তাঁদের মধ্যে তিনজন টিকার দুটি ডোজ ইতিমধ্যে নিয়েছেন। ছয়জন টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা কৃষিকাজ ব্যস্ত থাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাননি। বাকি তিনজনের দ্বিতীয় ডোজের নির্দিষ্ট দিন এখনও আসেনি। একজন এখনও কোনও ডোজ নেননি।

বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুপেন রায় এদিন সকালে আলুর জন্য জমির পরিচর্যার কাজ করছিলেন। তিনি বলেন, 'দিন সাতেক আগে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার জন্য একজন ফোন করেছিলেন। কিন্তু ধান কাটার কাজ চলায় তখন আমি যেতে পারিনি। এখন আলুর জমি তৈরি করে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। তাই ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া হয়নি।' পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রতন মণ্ডল বলেন, 'প্রথম ডোজ নিতে গিয়ে সারাদিন চলে গিয়েছিল। আমরা দিন আনা দিন খাওয়া লোক। এই সময় আমাদের টাকা রোজগারের ভরা মরশুম। টিকা নেওয়াটাও জরুরি, এটা আমরা জানি। আমার পরিবারের বাকি সদস্যদের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাজের চাপে আমি এখনও নিতে পারিনি।'

এই পরিস্থিতিতে শিবির করলেও কাজ কতটা হবে, তা নিয়ে স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশের মধ্যেও সন্দেহ আছে। আবার টিকা না নিলে আগামীদিনে যে করোনা আবার ভয়ংকর চেহারা নিতে পারে, এমন আশঙ্কাও করছেন তাঁরা।

এখন গ্রামে গ্রামে জোরকদমে চলছে আলুর বীজ রোপণ।

> দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার জন্য একজন ফোন করেছিলেন। কিন্তু ধান কাটার কাজ চলায় তখন আমি যেতে পারিনি। এখন আলুর জমি তৈরি করে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। তাই ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া হয়নি।
>
> – সুপেন রায়, *কৃষক,*
> *বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত*

প্রাথমিক শিক্ষকদের সভা

ময়নাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার ময়নাগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভা হল। ব্লকের চারটি সার্কেল ময়নাগুড়ি মণ্ডল, ময়নাগুড়ি উত্তর মণ্ডল, ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মণ্ডল এবং ময়নাগুড়ি চতুর্থ সার্কেলের সদস্য সংগ্রহ শিবিরও হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বপন বসাকের মন্তব্য, চলতি বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংগঠনের জেলা সম্মেলন হবে। প্রতিটি ব্লকে নতুন করে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে সেভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাওয়া যায়নি। তাই গোটা জেলার সার্কেলে শিবির করে সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে।'

এদিন উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল সরকার, ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায়, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সহকারী সভাপতি গোবিন্দ পাল সহ ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায় ও ময়নাগুড়ি-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শিবশংকর দত্ত সহ অন্যরা।

জনজাগরণ যাত্রা

ময়নাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি বাজারে জনজাগরণ যাত্রা কর্মসূচি করল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে আয়োজিত এই জনজাগরণ যাত্রা শেষে একটি পথসভা করা হয় বাজারে। সেখানে জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অমিত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেসের তপশিলি জাতির সভাপতি নারায়ণ সরকার প্রমুখ। নির্মল জানান, ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই জনজাগরণ যাত্রা ২৯ নভেম্বর অবধি বিভিন্ন জায়গাজুড়ে পালিত হবে।

কষ্টের শৈশব ...

মাথায় বোঝা নিয়ে পথে এক শিশু। বুধবার টুনবাড়িতে। ছবি : অ্যানি মিত্র

পুকুরে পোনা ছাড়েন মৎস্য শিকারিরা

চালসা, ২৪ নভেম্বর : গ্রামবাংলায় মাছ ধরার নেশা অনেকেরই রয়েছে। ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের মাথাচুলকায় রয়েছেন এমনই কিছু শখের মৎস্য শিকারি। তাঁরা সবাই বন্ধু। শখ মেটাতে তাঁরা বেছে নিয়েছেন এক অভিনব পন্থা। সবাই মিলে নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়েন। পোনা বড় হয়। তারপর কেবলমাত্র ছিপ দিয়ে ধরেই ডাঙায় তোলেন মাছ। এতে শখও মেটে। আবার বাড়িতে টাটকা মাছ খাওয়ার সুখও মেলে।

মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথাচুলকায় কুর্তি নদীর পাশের পুকুরে মাছ ধরেন তাঁরা। ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে ওই পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে দেখা যায় গৌরব মাঝি, আনন্দ সরকার, চয়ন দে, কার্তিক সাহাদের।

পুকুর থেকে নিজ হাতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্যই তাঁরা দিনভর ওই পুকুরের পাড়ে বসে থাকেন। ছুটির দিনে যখন অন্যরা ঘুরতে বা আড্ডা দিতে ব্যস্ত থাকেন, তখন এই যুবকদের ওই পুকুরের পাড়ে ছিপ হাতে বসতে দেখা যায়। তাঁদের সবার একটাই কথা, নিজ হাতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মজাই আলাদা।

চালসার যুবক গৌরব মাঝি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি কর্মী। তাঁর কথায়, 'একটাই শখ। এই পুকুরে বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা। এভাবেই দিন কেটে যায়। আমরা নিজেরাই পুকুরের মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের টাকায় পুকুরে মাছের পোনা ছেড়েছি। সরকারিভাবেও কয়েকবার ছাড়া হয়েছিল। প্রায় বছরখানেক হল। এখন মাছ অনেকটাই বড় হয়েছে। পুকুরের মালিকও মাঝেমধ্যে জাল দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে যান। আর আমরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যাই।'

আরেক যুবক আনন্দ সরকারের কথায়, 'আমাদের এটাই শখ। দিনভর পুকুরে দেখে অনেকেই অনেকরকম কথা বলেন। কিন্তু তাতে আমরা কিছু মনে করি না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দ ঘুরে বা আড্ডা মেরে পাই না।' এই বয়সে তাঁদের এই শখ দেখে অবশ্য প্রশংসাও করেছেন অনেকে।

মাছ বিক্রেতাদের সাহায্য

ধূপগুড়ি ও চালসা, ২৪ নভেম্বর : পাঁচজন ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রেতাকে সাইকেল এবং মাছ রাখার তাপ নিরোধক বাক্স দেওয়া হল। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং ধূপগুড়ি পুরসভার সহযগিতায় এই কর্মসূচি। বুধবার পুরসভা কার্যালয় চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই মাছ বিক্রেতাদের সামগ্রীগুলি তুলে দেন পুরকর্তা এবং আধিকারিকরা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছ বিক্রেতাদের পাশে দাঁড়াতে ২০২০-'২১ সালের জন্যে মোট ১০ জন মাছ বিক্রেতার নাম পুরসভার তরফে পাঠানো হয়েছিল। এরমধ্যে প্রথম দফায় পাঁচজনকে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এদিন ছিল দ্বিতীয় দফা। পুরসভার উপ পুরপ্রধান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'চলতি বছরের জন্য আরও মাছ বিক্রেতার নাম পাঠানো হয়েছে। ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করার সুবিধার জন্যেই রাজ্য সরকার এই সুবিধা প্রদান করে।'

বুধবার মেটেলি ব্লক মৎস্য দপ্তরের তরফে ব্লকের ১০ জন মাছচাষিকে ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রির জন্য মাছচাষিদের সাইকেল ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাক্স দেওয়া হল। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিক্রম রুন্ডা, সহ সভাপতি মেডোনা থাপা, ব্লক মৎস্য আধিকারিক জয়দীপ মহিনতামনি প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্লকের মোট ২০ জন মাছচাষিকে এই সহায়তা দেওয়া হবে বলে ব্লক মৎস্য আধিকারিক জানান।

আন্ডারপাসে জল, ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার

উজ্জ্বল রায়

ধূপগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেললাইনের নীচ দিয়ে তৈরি হয়েছিল টুকনিমারি আন্ডারপাস। কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়ে সেই আন্ডারপাসে প্রায় এক কোমরজল দাঁড়িয়ে থাকায় তা ব্যবহারই করতে পারছেন না ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ তিনটি এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা।

ধূপগুড়ির ডাউকিমারি থেকে জলঢাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যাওয়ার মাঝে রয়েছে এই রেল আন্ডারপাসটি। জল জমে থাকায় রেললাইনের ওপর দিয়েই মোটরবাইক, সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের। মঙ্গলবার রাতে রেললাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক মহিলার। টোটো, গাড়ি নিয়ে যেতে হলে ওই আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়া যায় না। প্রায় ১৫-২০ কিমি ঘুরে যাতায়াত করতে হয়।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সন্তোষ রায় নামে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে পাম্প দিয়ে জল সরানোর জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি আর সেই কাজ করছেন না।

কৃষকরা ফসল নিয়ে বাজারে যাওয়ার জন্যও এই রাস্তা ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রায় সারাবছর এভাবে জল জমে থাকায় ওই রাস্তা কার্যত কেউ ব্যবহারই করতে পারেন না।

রেললাইনের ওপর দিয়ে বাইক পার করতে করতে মহম্মদ রঞ্জু নামে স্থানীয় এক যুবক বলেন, 'আন্ডারপাস দিয়ে বাইক নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রতিদিন তাই অনেকেই এভাবে লাইনের ওপর দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন। ট্রেন চলে এলে যে কোনওদিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মনারায়ণ রায় বলেন, 'রেল দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের, ধূপগুড়ির বিধায়কও বিজেপির। কিন্তু বিধায়কের কোনও হেলদোল নেই। অচিরেই এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা অবস্থান বিক্ষোভে বসব।'

জলমগ্ন টুকনিমারি আন্ডারপাস। – সংবাদচিত্র

পথের বিপদ

- ডাউকিমারি থেকে জলঢাকায় জাতীয় সড়কে যাওয়ার মাঝে রয়েছে রেল আন্ডারপাস
- বছরের বেশিরভাগ সময়ে সেই আন্ডারপাসে প্রায় এক কোমরজল দাঁড়িয়ে থাকে
- রেললাইনের ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়
- গাড়ি নিয়ে যেতে হলে ১৫-২০ কিমি ঘুরে যাতায়াত করতে হয়

একই অভিযোগ করেন শ্যামাচরণ রায়। তিনি বলেন, 'আন্ডারপাসে জল জমে থাকায় রোগী নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারাও যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ে।'

বিধায়ক বিষ্ণুপদ বলেন, 'আমি রেলের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

উদ্ধার হওয়া হরিণ।

বার্কিং ডিয়ারের শাবক উদ্ধার

লাটাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কোনওভাবে মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি বার্কিং ডিয়ারের শাবক। মঙ্গলবার গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আপার নেওড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা রিশপ যাওয়ার পথে শাবকটিকে দেখতে পান। তার মায়ের খোঁজ না পেয়ে শাবকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তাঁরা। বুধবার সেটিকে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শাবকটির বয়স প্রায় ১৫ দিন, নিজে থেকে ঘাস খেতে পারছে না। গরুমারা সাউথের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। বড় হয়ে উঠলে শাবকটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরিষেবা ব্যাহত

বেলাকোবা, ২৪ নভেম্বর : সময়মতো গ্রাহকরা নিজস্ব ব্যাংক থেকে পাচ্ছেন না টাকা। কেওয়াইসি আপডেট করতে সময় নিচ্ছে দেড় মাস। প্রবীণ ব্যাংক গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য নেই ব্যবস্থা। ব্যাংকের বেহাল পরিষেবা নিয়ে বুধবার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজারকে। বেলাকোবা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পার্থপ্রতিম পালের নেতৃত্বে দশজন ব্যাংকের বেলাকোবা শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন। ব্যাংক ম্যানেজার দীনেশ তামাং এই সমস্যাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বেহাল বনবাংলো, আকর্ষণ হারাচ্ছে রামশাই

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গরুমারা জঙ্গল ঘেঁষা জলঢাকা, মূর্তি, ডায়না নদী ঘেরা ময়নাগুড়ি ব্লকের ছোট্ট গ্রাম রামশাই। জলঢাকার বিস্তৃত নির্জনতা আর গরুমারার ঘাসবন রামশাইকে আলাদা পরিচিতিও দিয়েছে। রয়েছে প্রজাপতি পার্কও। শীতে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে এই এলাকায়। এছাড়া রামশাই লাগোয়া কালীপুর ইকো রিসর্ট, রাইনো ক্যাম্পের মতো বনবাংলোগুলোও পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ।

কিন্তু পর্যটনের হাতছানিতে ভরা ব্লকের সীমানা রামশাই বর্তমানে চরম সমস্যায় ধুঁকছে। বছরের অধিকাংশ সময়ই ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকেরা এখানে আসেন। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জেরে দুই বছর ধরে জৌলুসহীন অবস্থায় ধুঁকছে রামশাই। বেহাল অবস্থা বন দপ্তরের বাংলোগুলোর।

রামশাইয়ের একপ্রান্তে রয়েছে মেদলা নজরমিনার, যেখানে টিকিট কেটে পর্যটকরা বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ পান। সেটি সারাবছরই খোলা থাকে, তবে চলতি মরশুমে করোনা আতঙ্কের জেরে বন্ধ ছিল মেদলা নজরমিনার। দীর্ঘ কয়েকমাস পরে তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরিকাঠামো ঠিকঠাক নেই। মেদলা টিকিট কাউন্টারের সামনে বন দপ্তরের তরফে একটি গন্ডারের প্রতিকৃতি বসানো হয়েছিল কয়েক বছর আগে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়েছে সেটিও। এই মুহূর্তে সেটি পরিণত হয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে।

ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেছেন, 'টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে গন্ডারের অবয়বটি যেভাবে ভেঙে রয়েছে, তা দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন।' টিকিট কাউন্টারের কিছুদূরেই রাস্তার পাশে বন দপ্তরের তরফে একটি প্রজাপতি উদ্যান করা হয়েছিল। গরুমারা সাউথ রেঞ্জের বুধুরাম বিটের আওতায় রয়েছে এই উদ্যানটি। যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতির নাম ও তাদের পরিচিতি উল্লেখ করে বোর্ড লাগানো হয়েছিল। বর্তমানে জরাগ্রস্ত অবস্থা প্রজাপতি উদ্যানটির।

বেহাল অবস্থা বন দপ্তরের কটেজগুলিরও। বেহাল অবস্থা কালীপুর ইকো ভিলেজ কটেজগুলিরও। স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় ঝা'র কথায়, 'পর্যটনের বিকাশে রামশাইয়ে দ্রুত উন্নতি দরকার। সারাবছর মানুষের ভিড় থাকে রামশাইতে। পর্যটনকে আরও ঢেলে সাজানো হলে এলাকার আরও বিকাশ ঘটবে।'

ময়নাগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল বলেছেন, 'দীর্ঘ কয়েকমাস পরে মেদলা নজরমিনার খোলার জন্য অনেকেই রামশাইতে বেড়াতে আসছেন। এলাকার জলঢাকা, মূর্তি, ডায়না নদীর মিলনস্থলটিও জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আগামীতে আরও মানুষের সমাগম ঘটবে। তবে দ্রুত বনবাংলো সংস্কার করে তা চালু করা দরকার।'

এই সমস্যাগুলি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বিট অফিসার ভূপতি শীল। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ঝুলন সান্যাল বলেছেন, 'এলাকার উন্নতিকরণের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসা হবে। আগামীতে কীভাবে রামশাইকে আরও উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করা হবে।'

রাইনো ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারের বেহাল দশা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা।